সমকাল

তারিখ 07 SEP 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

# বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান তালিকায় পিছিয়ে ঢাবি

■ সমকাল ডেস্ক

শিক্ষার মান বিবেচনায় আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় পিছিয়ে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত ২০১৬ সালের 'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং'-এ ঢাবির অবস্থান ৯১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৭০১-এর পরে। তালিকায় স্থান পাওয়া এশিয়ার ২৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাবি ১০৯তম অবস্থানে রয়েছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংস্থা কিউএস ২০০৪ সাল থেকে এ তালিকা প্রকাশ করে আসছে। এ সূচকে ঢাবি ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়নি।

সংস্থাটির চলতি বছরের বার্ষিক তালিকায় মোট ৯১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় জায়গা পেয়েছে। এতে প্রথম ৭০০ পর্যন্ত ক্রম নম্বর থাকলেও এর পরেরগুলোর কোনো ক্রম নম্বর দেওয়া হয় না। সেগুলো ৭০১ প্লাস হিসেবে দেখানো হয়। প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত চার বছর ধরে ঢাবি একই অবস্থানে (৭০১ প্লাস) রয়েছে।

এ তালিকায় ভারতের ১৪, পাকিস্তানের ৬, শ্রীলংকার ১টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে। ভারতের ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স ১৫২, দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

## বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

টেকনোলজি ১৮৫, মুম্বাইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ২১৯ নম্বরে রয়েছে। তালিকায় প্রথম ১০০টির মধ্যে এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০। এশিয়ার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর, বিশ্বে এর ক্রম ১২। তালিকায় জাপানের ৩৯, দক্ষিণ কোরিয়ার ৩০, তাইওয়ানের ১৫, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ৯টি করে, থাইল্যান্ডের ৮, সৌদি আরবের ৭, সিঙ্গাপুরের ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তালিকায় টানা ৫ বছর শীর্ষ স্থান দখলে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে দেশটির স্ট্যানফোর্ড ইউসিভার্সিটি। যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজকে পেছনে ফেলে এবার তৃতীয় স্থান দখল করেছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির অবস্থান ৪ নম্বরে। এর পরে শীর্ষ দশে আছে যথাক্রমে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন, সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ইম্পিরিয়াল কলেজ লন্ডন ও ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো।